একক ৪৬ ❐ কাব্য পাঠের ভূমিকা

গঠন

৪৬.১ উদ্দেশ্য
৪৬.২ প্রস্তাবনা
৪৬.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
৪৬.৪ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ
৪৬.৫ মূলপাঠ—১ কাব্যের আঙ্গিক
৪৬.৬ সারাংশ
৪৬.৭ উত্তরমালা
৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্য বা কবিতা কী ও সেটি পাঠ করে রসোপলব্ধি করতে গেলে যে যে বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আপনি—

- পদ্য ও পদ্যের পার্থক্য নির্ধারণ,
- কাব্যের বিষয় ও গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা,
- কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে বিচার করতে পারবেন,

৪৬.২ প্রস্তাবনা

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন বর্তমান এককটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে গদ্য পদ্যের পার্থক্য ও কাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে দ্বিতীয় অংশে কাব্যের বিষয় ভিত্তিক ও গঠনগত বিভাজন করে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে গীতিকাব্য ও মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা একটু বিশেষ গুরুত্বসহ বিস্তৃত করা হয়েছে। পরবর্তী এককগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিক বা উপস্থাপনার প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এই এককটি পাঠ করে আপনি কাব্যের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবেন। পরবর্তী এককগুলি পাঠের সময় কাব্যের গঠনগত ও আঙ্গিক বিচারে অনেকটা সহায়ক হবে।

এই এককটিতে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য যে শুধু পঠনগত নয়, ভাব প্রকাশেও সেটি আলোচনা করা হয়েছে। কালক্রমে গদ্যও যে ক্রমশ ছন্দস্পন্দের টানে কাব্যের সীমানায় বা পদ্য সমাজ বাস্তবতার প্রয়োজনে

গদ্যের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে একদিকে বিষয়নির্ভর, বর্ণনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, অন্যদিকে ব্যক্তিনিষ্ঠ, সময় ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কবিতা অথবা হৃদয়াবেগনির্ভর গীতি-কবিতা, প্রচলিত বা কল্পিত কোন রোমান্টিক কাহিনী বা আখ্যান অবলম্বনে রচিত আখ্যানকাব্য এবং মহাকাব্য—সব কিছুর কথাই আমরা জানব। মহাকাব্যে সমগ্র জাতির জীবনের চিন্তাভাবনা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত সংহত রূপ লাভ করে। যে কাব্যে বিষয় ও ভাবনায় বিরাটত্ব ও বিস্তৃতবোধের সঙ্গে বিস্ময়বোধের সঞ্চার করে, তাকেই সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়। এই এককের দ্বিতীয় পর্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অংশে কাব্যের আঙ্গিকের প্রধান তিনটি স্তম্ভ শব্দ বা ভাষা, কাব্যের ভাবানুভূতির তরঙ্গ বা ছন্দ, কাব্য দেহের অলংকার বা শব্দ ব্যবহারের প্রত্যক্ষ বা ব্যঞ্জনাগত চমৎকারিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এককটি প্রথমে পূর্বাপর পাঠ করে পরে প্রতিটি পর্যায় স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করলে উপকৃত হবেন। প্রতিটি অংশ নিবিষ্ট পাঠের পর অনুশীলনীগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারবেন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

৪৬.৩ মূলপাঠ—১ কাব্য ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিগুচ্ছ হল ভাষা। মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মনন যখন কবিতায় ছন্দ ছাড়াই কোন বক্তব্যকে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে প্রকাশ করে তখন যে অর্থবহ ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাই হল গদ্য। দৈনন্দিন মুখের কথা যেহেতু ছন্দে সাজানো নয়, তাও গদ্য। তবে সাধারণভাবে ছন্দ ও মিলহীন লিখিত ভাষাই গদ্য নামে অধিক পরিচিত।

গদ্য মানুষের মনীষার তার যুক্তি-বুদ্ধি মননের বাহন। মানুষের চিন্তা ও যুক্তির ভাষা, বিচারে ভাষা। কাব্য হল আবেগ-অনুভূতি আর কল্পনার বাহন। অনুভব আবেগের তাড়নায় ভাষায় তরঙ্গ স্পন্দন সৃষ্টি হয়। আর ভাবের তরঙ্গিত প্রকাশ সূত্রেই ছন্দের স্ফূর্তি। কাব্যমাত্রেই আবেগ ও রূপের স্বতঃপ্রকাশ। মানুষের মনে যেমন ভাবের অজস্রতা আছে কাব্যেও তেমনি আছে রূপের তথা ছন্দের বৈচিত্র্য। শুধু ছন্দ নয়, স্তবক পদ ইত্যাদির সজ্জাও কাব্যের শরীরে বৈচিত্র্য আনে।

এই কাব্যের স্বরূপ নিয়ে মত-মতান্তরের সীমা পরিসীমা নেই—এদেশে—ওদেশে। প্রাচ্যে ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্যে ইউরোপে—গ্রীসে, ইংলণ্ডে সাহিত্য তাত্ত্বিকরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তারই কিছু পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রাচ্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা নিজনিজ দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেহেতু কাব্যের শিল্পকর্মের মাধ্যমে শব্দ-কাব্য শব্দার্থময়, তাই শব্দ ও অর্থের মিলনেই কাব্য একথা জনৈক আলঙ্কারিক বলেছেন। অপর একজন বলেছেন ‘অভীষ্ট (ইচ্ছানুযায়ী) অর্থ-সংবলিত পদাবলিই কাব্য। এ মতবাদের বক্তা অর্থের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যজনের মতে মাধুর্য ইত্যাদি গুণযুক্ত পদ রচনাই কাব্য। মহাকবি কালিদাস বাক্‌ ও অর্থের সংযোগকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[১] কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়।

কাব্যশাস্ত্রকার আনন্দ বর্ধনের মতে, যদি কোন শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আনন্দময় অনুভূতম সঞ্চার করে, সেটি হল কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের আত্মা বলতে তিনি শব্দের প্রধান অর্থ বা বাচ্যকে অতিক্রম করে বিশেষ

১. “বাগর্থৌ ইব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তরে”—রঘুবংশ।

বর্ণের যে ব্যঞ্জনা পাঠক হৃদয়ে সৃষ্টি করে তাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ-এর মতে আনন্দদায়ক বা রসাত্মক বাক্যই হল কাব্য। উপরিউক্ত মতবাদগুলির মধ্যে ধ্বনিবাদীদের মতবাদ বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে অনেকটা সমন্বয় আনলেও একেবারে ত্রুটিমুক্ত নয়।

পাশ্চাত্য কাব্যসংজ্ঞার প্রথম প্রবক্তা প্লেটোর মতে 'শিল্প সৃষ্টি হল অনুকরণ।' কবিরা অপরিবর্তনীয় ভাবসত্যকে নয়, প্রতীয়মান বস্তুকে অনুকরণ করেন। তিনি শিল্পের সঙ্গে নীতির আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি যা ঘটতে পারে তাই বলেন। তিনি বিশেষকে অবলম্বন করে নির্বিশেষের কথা বলেন। কিন্তু ইয়োরোপের রেনেসাঁসের বা নবজাগরণের কালে কাব্যকে কল্পনাবৃত্তির ক্রিয়ারূপে দেখা হল। মনস্তত্ত্বের আলোকে সাহিত্য বিচার প্রবণতা এল। ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক যুগের প্রথম কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে কাব্য হল গভীর অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলন (Spontaneous overflow of powerful feelings) অর্থাৎ কাব্য প্রবল আবেগের উচ্ছলিত স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু আর এক রোমান্টিক কবি কোলরিজ আবেগের চেয়ে কল্পনার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় একদল সাহিত্যিক নিছক রস সৃষ্টি সাহিত্যের কাজ বলে মানলেন। আর একদল সাহিত্যে নিছক বাস্তবকে ও সত্যের অলংকারহীন মূর্তিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। দ্বিতীয় মতটি থেকে বস্তুতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছে। আবার ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হল বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রকাশ। ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে কাব্য হোল জীবনের সমালোচনা (Criticism of life)।

কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের আলোচনা থেকে শব্দ, অর্থ প্রকাশ কবি প্রতিভা, কল্পনা প্রভৃতির সম্পর্ক যে গভীর ও অনেকটা ওতপ্রোত তা বোঝা যায়। উপসংহারে বলা যায়। কবিতা বা কাব্য হল প্রতিভার স্পর্শে নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে গড়ে ওঠা গভীর আবেগ বা অনুভবের ব্যঞ্জনাময় ছন্দোবন্ধ প্রকাশ। কোনো দেখা অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায়, কিংবা স্মৃতির জাগরণে, কবি যখন তাঁর কল্পনাকে অবাধে মুক্ত করেন, তখন তাঁর হৃদয়ে যে অনুরণন সৃষ্টি হয়, তার প্রকাশ হয় সুরস্য শব্দরন্ধ্রে, ছন্দ মিলের গ্রন্থনায়। এভাবে কবি তাঁর অপূর্ব নির্মাণক্ষম প্রতিভার (যে প্রতিভা যা ছিল না তা তৈরি করে) সাহায্যে সহৃদয় পাঠকের অন্তরে কবি যে অলৌকিক আনন্দের জগৎ সৃষ্টি করেন কবিতা তার অবলম্বন।

অনুশীলনী—১

আপনার পাঠের অগ্রগতি বোঝার জেন্য নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠায় উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। তিন চারিটি বাক্যে গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

....

....

....

....

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) __________ সাহায্যে উচ্চারিত __________ ধ্বনিগুচ্ছ হোল __________ ।

(খ) গদ্য মানুষের মনীষার তার __________ বাহন, কাব্য হল __________ বাহন।

(গ) আলঙ্কারিক বিশ্বনাথের মতে __________ বা __________ হল কাব্য।

(ঘ) অ্যারিস্টোটল-এর মতে কবি __________ বলেন। তিনি বিশেষকে __________ করে __________ কথা বলেন।

(ঙ) ওয়ার্ডসওয়ার্থে মতে কাব্য হল __________ __________ ।

(চ) ক্রোচের মতে কাব্য বা শিল্প হোল __________ __________ প্রকাশ।

৩। কাব্যের শব্দার্থবাদী মতবাদগুলি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৪। কাব্যের সংজ্ঞায় প্লেটোর মতাদর্শ ৩-৪টি বাক্যে লিখুন।

৫। পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের 'কাব্য' সম্পর্কে বক্তব্য অবলম্বনে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। কাব্যের সংজ্ঞা একটি বাক্যে উপস্থিত করুন।

৪৬.৩ মূলপাঠ—২ কাব্যের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়ভিত্তিক বর্ণনামূলক তন্ময় (objective) কবিতা — এই শ্রেণির কবিতায় জীবনের কোন গভীর অনুভব নয়, বস্তুবিশ্বের বর্ণনাই প্রধান প্রতিপাদ্য। বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, বহির্জগতের কোন ঘটনা, বিষয় নিয়ে বা কোন জ্ঞানগর্ভ নীতি আদর্শ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপনার্থে যে সমস্ত কবিতা লেখা হয় সেগুলি এই শ্রেণিভুক্ত।

নীতি কবিতা (Didactic poem) — যে কবিতায় সুভাষণের মাধ্যমে নীতিকথা প্রচার করে পাঠকের জ্ঞানোদয় বা চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়, তাকে নীতি কবিতা বলে। এই ধরনের কবিতায় কবি জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব ও নীতি প্রচারের প্রয়োজনে লঘু বা গুরুগম্ভীরভাবে কবিতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপিত করেন। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারে 'সদ্ভাবশতক', 'নীতিসুধা' ও রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ব্যঙ্গ কবিতা, লঘু বৈঠকি কবিতা ও লালিকা (Parody-প্যারেডি) বাংলা ব্যঙ্গকাব্যের উৎপত্তি বাঙালির রঙ্গপ্রিয়তায়—নামকরণ থেকেই এটি স্পষ্ট। প্রথম দুটিতে মানুষের আচার-আচরণ চরিত্র-সমাজ রীতিনীতিকে তির্যক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্ববিরোধ ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রধান উপজীব্য। প্রসঙ্গত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীমাৎ', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-উদ্ধার' প্রভৃতি কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথের 'দামু ও চামু', 'হিংটিং ছট', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল', মোহিতলাল মজুমদারের সরয়মতী প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্য ও কবিতার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বা সামাজিক ত্রুটি সংশোধন। প্রথমোক্তটিতে কিছু আক্রমণাত্মক উপাদান থাকলেও, দ্বিতীয়টি লঘু বৈঠকি মেজাজে উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়টির সঙ্গে Parody বা লালিকার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। 'লালিক' কোন প্রতিষ্ঠিত রচনার কায়িক অনুকরণ। এটি ব্যঙ্গাত্মক অনুকৃতি হলেও সেখানে হাস্যরসের একটা স্বছন্দ মোড়ক থাকে ; রচনাটির মাধুর্য তার কৌতকময় উপস্থাপনায়। 'লালিকা' সকল পাঠকের কাছেই আনন্দদায়ক।

Elegy (এলিজি) বা শোককাব্য—মৃতের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথায় মৃত ব্যক্তির কীর্তি ও তার সম্পর্কে কবি হৃদয়ের বেদনার আর্তি জ্ঞাপক শোকোচ্ছাসই এ কবিতার প্রধান বিষয়। স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছ, সত্যেন্দ্রনাথক দত্তের মৃত্যুতে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা "২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮" শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেকোন উৎকৃষ্ট 'এলিজি'র সঙ্গে তুলনীয়। শোকার্ত কবির শোক জ্ঞাপক ছোট কবিতাকে ইংরাজিতে ডার্জ (Dirge) বলা হয়। এ পর্যন্ত আলোচিত সবকটি কবিকর্মই বিষয় নির্ভর ও বর্ণনামূলক হলেও কবির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে উপজাত। কিন্তু বর্ণনামূলক অপর একটি ধারা যা কিংবদন্তি, লোক প্রচলিত বা ইতিহাস পুরাণ আশ্রয়ী কাহিনী মূলক কাব্য—যথা গাথা কাব্য (Ballad), আখ্যান কাব্য (Narrative poem), মহাকাব্য (Epic) নামে পরিচিত। এর প্রত্যেকটির আকৃতি ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। গাথা ও আখ্যানকাব্য উভয়ই আখ্যান কেন্দ্রিক। প্রথমটি মধ্যযুগের শেষে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত রোমান্টিক লোকগাথা হিসেবে জনজীবন থেকে উৎসারিত হয়েছিল। এতে প্রেম, বীরত্ব, দেশপ্রেম, মহত্ত্ব আত্মত্যাগ ইত্যাদির পরিচয় থাকে। গাথার রচয়িতা প্রায়ই অজ্ঞাতনামা। এতে লিরিক অনুভূতি ও সমষ্টি-চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠে। গাথায় পরিবেশ বর্ণনার পাশাপাশি ঘটনায় নাটকীয় দ্রুততার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই শিল্পকলাটির অনুকরণে আধুনিক কালেও বহু গাথা জাতীয় কাব্য-কবিতা রচনা করা হয়েছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রেম ও আত্মত্যাগের পাশাপাশি, স্বদেশীযুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র অনেক রচনাই মহত্ব, বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেমেরক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আখ্যানকাব্য গাথা থেকে একটু স্বতন্ত্র। এখানেও প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাস-এর অবলম্বন। রচনারীতি বর্ণনাত্মক। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী', 'রঙ্গমতী', ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাহিনী কাব্যের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস', 'পুরাতন ভৃত্য' উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রাচ্য কাব্যশাস্ত্র প্রণেতাদের মতে অর্থাধিক সর্গবন্ধযুক্ত পদ্যময় কাব্য বিশেষ হোল মহাকাব্য। এর নায়ক ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বীর এবং সদ্বংশজাত। কাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরসের একটি। এতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভাত-সন্ধ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। কাব্যটি পাঠ করলে পাঠকের মনে একটি বিশালতার ধারণা জন্মাবে, যার পরিক্রমা ফল বিস্ময়বোধ। মহাকাব্যের কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত হবে। উপস্থাপনায় নাটকের মত সূচনা, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভসন্ধি ও উপসংহার থাকবে।

পাশ্চাত্য কাব্য শাস্ত্রীদের অন্যতম অ্যারিস্টোটল-এর মতে মহাকাব্যে সমগ্রত একটি মাত্র ঘটনা ও একজন নায়ক থাকবে, তার বিষয়বস্তু হবে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, আর একাধিক উপকাহিনী মূল কাহিনীর অংশ স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাব্য বর্ণনামূলক কাব্য। এখানে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ ঘটে, ফলে এর ঘটনার পরিধিও হয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে অনেকটা বিস্তৃত।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য মহাকাব্যের শুধু আলংকারিক ব্যাখ্যা নয়, মহাকাব্যের রসাস্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ এর যে পরিচয় দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য হল 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথ', এ সেই কবির রচনা যাঁর রচনার ভিতর দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ নিজ হৃদয়ের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে মানবজীবনের চিরন্তন সামগ্রী করে তোলে। মহাকাব্য বস্তুত সমাজ জীবনের মহনীয়তার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। মানব সভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় এই কাব্যে তুলে ধরা হয়।

এবারে কাব্যের অপর ধারা ব্যক্তিনিষ্ঠ বা মন্ময় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হৃদয়াবেগ নির্ভর কবিতা—গীতিকবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। ইংরাজি Lyric শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। এক সময় lyre (লায়ার) বা বীণাযন্ত্র বাজিয়ে হৃদয়ের একান্ত আবেগের কথা পল্লী কবি সুর দিয়ে গাইতেন। সেই গানের কথা লিরিক কবিতা হিসেবে পরিচিত হয়। Lyre থেকে নীম হয় লিরিক। কবির ব্যক্তিগত চেতনাই এখানে মুখ্য। একান্ত আত্মগত আবেগানুভূতি এর উপজীব্য। নানা অভিজ্ঞতা আঘাতে উঠে আসা কবিজীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের কথাই গীতিকবিতায় বিষয়। গীতিকবিতা তাই কবির মনের অব্যক্তভাবে অভিব্যক্তি বিশেষ। যে কবিতা কবি হৃদয়ের অনুভব পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়ে, তার হৃদয়ে দোলা দেয় আর আনন্দের হিল্লোল তোলে তাই হল গীতিকবিতা।

'ওড' (Ode)—লিরিক কবিতারই রকমফের। মহৎ ভাবের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তার গুণগ্রাম ঘোষণা করতে ছন্দোরীতিতে বৈচিত্র্য এনে এর ধরনের 'ওড' লেখা হত। এ কবিতার প্রধান গুণভাবের স্বচ্ছতা এবং ভাষা ও ছন্দের বিশুদ্ধতা।

'সনেট' (Sonnet) অর্থ মৃদুধ্বনি। চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তির সাহায্যে সুর তুলে আবেগের একটি শীর্ষকে স্পর্শ করা এ কবিতার বৈশিষ্ট্য। সনেটের আঙ্গিক ও পঙ্‌ক্তির ছন্দ বিন্যাস অনেকটা সুনির্দিষ্ট। সনেট সম্পূর্ণত গীতিকাব্যধর্মী হলেও রীতিমতো ভাবগম্ভীর। গঠনে কিছুটা ধরা বাধা ব্যাপার থাকলেও প্রেমের মতো ভাবাবেগপ্রধান বিষয়বস্তুর টানে সনেট আবেগোচ্ছল লিরিক কবিতায় পর্যবসিত হয়েছে।

অনুশীলনী—২

বর্তমান পর্যায়টি একাধিকবার পড়ে নিন। এরপর নিজের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১১ পৃষ্ঠার উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন।**

(ক) গীতিকবিতা পাঠকের __________ বা __________ চেষ্টা করে।

(খ) 'লালিকা' কোন __________ রচনার __________ __________।

(গ) শোকার্ত কবির __________ ছোট কবিতাকে ইংরেজিতে __________ বলা হয়।

(ঘ) গাথা মধ্যযুগের শেষে __________ শতক পর্যন্ত __________ __________ হিসেবে __________ থেকে উৎসারিত হয়েছিল।

(ঙ) মহাকাব্যের নায়ক __________ গুণসম্পন্ন __________ এবং __________।

২। **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) নীতি কবিতার কবি —

১। উপদেশপ্রবণ

২। আক্রমণাত্মক

৩। আনন্দদায়ক।

(খ) রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' — ১। গাথাকাব্য
২। আখ্যান কাব্য
৩। গীতি কাব্য।

(গ) মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান রস — ১। কৌতুক
২। বিস্ময়
৩। বীর।

(ঘ) সনেট — ১। গীতিকাব্য ধর্মী
২। বর্ণনামূলক কবিতা
৩। ওড জাতীয় কবিতা।

৩। ৩-৪টি বাক্যে 'লঘু বৈঠকি কবিতা' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মহাকাব্য কাকে বলে ? মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের বক্তব্য একটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করুন।

৪৬.৫ মূলপাঠ — ৩ কাব্যের আঙ্গিক

ভাষা ঃ কবি যখন কোন ঘটনা, বিষয় বা অনুভবের দ্বারা তাড়িত হন, তখন তাঁর মনে যে ভাবের বা অনুভূতির সঞ্চার করে, তাই কবিতার উৎস। কবিতা বা কাব্যের কায়া গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। শব্দগুচ্ছের তাৎপর্যময় বিন্যাস কাব্যের কায়া গঠন করে। শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বিন্যাস যখন কোন অভাবিত ইঙ্গিত ও অনুষঙ্গ বিশেষ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে কবিমনের ভাবের প্রকাশ ঘটায়, তখনই তা কাব্য হয়ে ওঠে। কবির একান্ত নিজস্ব হৃদয়াবেগ যখন কবিপ্রতিভার স্পর্শে কাব্যদেহের শব্দগঠিত বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে ব্যঞ্জনায় নূতনতর অভিব্যক্তি পায়, তখন আমরা তাকেই কাব্য বলি। এই কাব্য দেহের শব্দ কখনও কখনও অর্থরশ্মি ভেদ করে বর্ণময় দীপ্তি পায়, নূতন নূতন বাক প্রতিমা রচনা করে নিয়ে আসে নূতনতর অনুভূতি। কবিতার ভাষা অলঙ্কৃত বা অলংকৃত যাই হোক তা নির্ভর করে প্রকাশ মুহূর্তে কবির আবেগময় অভিব্যক্তির ওপর। কোনো কোনো কাব্যশাস্ত্রী তাই কাব্যকে শব্দার্থময় বলেছেন। কাব্যের মাধ্যমে যেহেতু শব্দ তাই কাব্য শব্দকায়। তাই বিচিত্র বাণী বন্ধ কৌশলকে কেউ কেউ কাব্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরিশেষে শব্দের শঙ্গো অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্কের উপমা দিয়ে তাঁরা বুঝিয়েছেন, ভাবের সঙ্গো শব্দময় কাব্যদেহ ওতপ্রোত সম্পর্কে জড়িত। তাই কোনো কাব্য পাঠ করে তার ভাষা শিল্পটিকেও বিচার করতে হয়। কাব্য বিচারে ভাবপ্রকাশের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে বোঝাতে একই শব্দের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে সমার্থক শব্দ ব্যবহার, ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ, অর্থহীন ও অপ্রাসঙ্গিক শব্দ বিন্যাস, ছন্দ্-পতন, পুনরুক্তি, অশ্লীল শব্দ ও অর্থ প্রয়োগ, দেশ-কাল, কলাশাস্ত্র, লোক ব্যবহার বিরোধী বর্ণনা ইত্যাদি পরিহার, তার পরিবর্তে কাব্যের মাধুর্য, সৌকুমার্য প্রসাদগুণ কান্তি ওজঃ প্রভৃতির অবতারণা কাব্যভাষায় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আলংকারিক আনন্দ বর্ধনের মতে যা রসসৃষ্টিতে বাধা দেয় তাই দোষ। সাহিত্য দর্পণের বিশ্বনাথের মতে কাব্যে দোষ থাকাটা আশ্চর্য নয়, দোষ প্রাধান্য কাব্যের রসবোধের অন্তরায়।

ছন্দ ঃ কবিতার বা কাব্যের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ। ছন্দই কবিতাকে সাধারণতঃ অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে পরিচয় দেয়। লঘু ও গুরুদল বা সিলেব্‌লের সুনিয়মিত বিন্যাস যে ধ্বনিতরঙ্গ বা রীদ্‌ম সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। ছন্দ, ছন্দঃস্পন্দ কবিতার প্রাণ। কবির অন্তরের ভাব শব্দধ্বনি স্পন্দনে ভর করেই কাব্য পাঠকের মনে অনুভবে প্রতিফলন তৈরি করে। তাই প্রতীকবাদীরা ছন্দস্পন্দকেই কবিতার আত্মা বলেছেন, এবং ছন্দস্পন্দের দ্বারা চালিত হয়ে শব্দ পরম্পরা কবিতার বাণীশিল্প তৈরি করে। এ বাণীশিল্প বস্তুত কবি মনে সঞ্চারিত ভাবেরই বীজ বহন করে, সেই বীজকে ছন্দস্পন্দে বিন্যস্ত করে গড়ে ওঠে কবিতা। ছন্দস্পন্দ শব্দকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। ধ্বনির উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে একটি সুরস্পন্দিত সৃষ্টি হয়। এর ফলে কবিতা পাঠকের মনে প্রত্যাশা, পরিতৃপ্তি, আনন্দ বা বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়ে থাকে, এটিই হল ছন্দ। ছন্দের সঙ্গে সচরাচর মিল (rhythm) বা মিত্রাক্ষর যুক্ত হয়ে ছন্দের আবেদন আরও সমৃদ্ধ করে। তাই কাব্য বিচারে কবি এই ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন, ছন্দ-স্পন্দনের সাহায্যে, অভিনব কোন সূক্ষ্ম শিল্প কর্ম গড়ে উঠল কি না, বক্তব্য ও তার প্রকাশ কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে বা মাত্রা, ধ্বনি, পদ, পর্ব বিন্যাসের সৌকর্য প্রভৃতি কাব্যের ছন্দ বিচারে অপরিহার্য অঙ্গ।

কাব্য ছন্দের আলোচনায় স্বভাবতই ছন্দের প্রকৃতি পরিচয় তথা রীতি এবং আকৃতি বিন্যাস—যথা পর্ব সমাবেশ, মিলের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হয়। প্রাচীন বাংলা ছন্দ আলোচনায় ছন্দে ব্যবহৃত শব্দের উৎসসূত্র বিচার করে তৎসম (অর্ধতৎসম), তদ্ভব ও দেশি বিভাজন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিচারের পথ প্রশস্ত করেন। তিনি ছন্দের তিনটি জাতিকে চিহ্নিত করতে পারলেও নামকরণে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বাংলা ছন্দের ত্রিবিধ জাতি বা রীতির পরিয় নিয়ে মতদ্বৈধ না থাকলেও ছান্দসিকদের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে ভিন্নতা আছে। প্রবোধচন্দ্র সেন প্রথমে তিন জাতীয় ছন্দের—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত-এর কথা বললেও পরে এদেরই তিনি মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত বলেছেন। পরবর্তী ছান্দসিকরা এই তিনটি রীতিকেই যথাক্রমে তানপ্রধান অক্ষর মাত্রিক, ধ্বনি প্রধান স্বরমাত্রিক, শ্বাসাঘাত বা বল প্রধান দলমাত্রিক বলেছেন। ছন্দের প্রকৃতি বিচারে এই বিভাজন ছাড়াও গঠনগতভাবে ছন্দ, বিশেষত তার পদবন্ধের দিক থেকে পয়ার মহাপয়ার, ত্রিপদী দীর্ঘত্রিপদী, চৌদপী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা প্রবাহমান পয়ার, প্রভৃতিতে বিন্যস্ত করা যায়। তবে এগুলি ছন্দের ‘জাতি’, নয়, ছন্দের নানা ‘রূপ’ মাত্র। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অলংকার ঃ কাব্যের রস-লোকে পৌঁছুবার অন্যতম উপায় অলঙ্কার। অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে, অলঙ্কারের সুনিপুণ বিন্যাস কাব্যকে রমণীয় করে। একজন আলঙ্কারিকের মতে অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রাহ্য। অপরজন বললেন, দোষহীন কিন্তু গুণযুক্ত অলঙ্কৃত শব্দার্থের নাম কাব্য। অলঙ্কার অলঙ্কারে কাব্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে মতভেদ আছে। কিন্তু যদি বলি, শব্দের সাহায্যে সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত কোনো চমৎকারিত্ব যখন সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে অলঙ্কার। অলঙ্কার বস্তুত, শব্দের অন্তরের জিনিস। কবির কাব্য আর কাব্যের অলঙ্কার, কাব্য-ভাষা ও ছন্দের মতো, একই সৃষ্টির প্রয়াসে স্বতঃউৎসারিত। সাধারণ মানুষও প্রতিনিয়ত ব্যাকরণ-শাস্ত্র বা নন্দন তত্ত্বের কোনো জ্ঞান না থাকলেও, অলঙ্কৃত বাক্য ব্যবহার করে। শব্দের উচ্চারিত ধ্বনি (শব্দ) ও শব্দগুচ্ছের অর্থের ভিত্তিতে অলঙ্কারের দুটি শ্রেণি শব্দালংকার ও অর্থালংকার। আধুনিক কবিরা গতানুগতিক একঘেয়ে অলঙ্কার ব্যবহারে অনেকটা বীতরাগ হয়ে এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ব্যাঞ্জনার তাগিদে জগৎ থেকে

আহৃত নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সূত্রে নূতন নূতন ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দ, চিত্র রচনা করছেন। ফলে কাব্যেও নব নব ব্যঞ্জনার দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। কাব্যের সার্থকতা বিচারে অলংকারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক—অলংকার প্রয়োগের মূল্যায়ন করে কাব্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে তার কতটা যোগ তা নিরূপণ করা হয়। প্রাচীন অলংকারের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণ নয়। কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারের চমৎকারিত্বেই কবির সাফল্যের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব। কবি কবিতা রচনা করেন প্রকাশের তাগিদে ; কবিতাও অলংকৃত হয় তাই সম্পূণঃ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূণর্তভাবে। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও তার প্রয়োগের সৌন্দর্য সন্ধান কাব্যালোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

কাব্যে অলঙ্কার শব্দটির ব্যবহার বহু অর্থ জ্ঞানপ—রস, রীতি, ধ্বনি ছাড়াও অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক উপাদানগুলিকেও বোঝায়। এখানে বিশিষ্ট অর্থে অলঙ্কার বলতে শব্দালঙ্কার (অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক) এবং অর্থালঙ্কার (উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক) প্রভৃতিকেই বোঝান হয়েছে। শব্দ উচ্চারণে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তার ওপর ভিত্তি করে শব্দালঙ্কার। আর শব্দার্থের ওপর ভিত্তি করে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকেই অর্থালঙ্কার বলা হয়। অর্থালঙ্কারে শব্দের ধ্বনি সৌকর্য প্রধান নয় আর অর্থগত তাৎপর্যই মুখ্য। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন এককে করা হয়েছে। এখানে এই আলোচনা প্রধান বিষয় নয়।

অনুশীলনী—৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ১২ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর এককটির প্রাসঙ্গিক অংশ পুণরায় পাঠ করে তৈরি করুন।

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) কবির একান্ত নিজস্ব ___________ কবি প্রতিভার স্পর্শে ___________ ___________ ___________ অতিক্রম করে ___________ নূতনতর ___________ পায়।

(খ) লঘু ও গুরু দল বা সিলেব্‌লের ___________ বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা ___________ সৃষ্টি করে তাই ___________।

(গ) কবির কাব্য আর কাব্যের ___________, কাব্য-ভাষাও ___________ মতো একই সৃষ্টির প্রয়াসে ___________।

(ঘ) বাংলা ছন্দের ___________ জাতি বা রীতির পরিচয় নিয়ে ___________ না থাকলেও ___________ মধ্যে ___________ ব্যাপারে ___________ আছে।

২। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কাব্য দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত —
১। ছন্দ
২। শব্দ
৩। অলঙ্কার

(খ) অলঙ্কার বস্তুত শব্দের —
১। অন্তরের জিনিস
২। বাহ্য প্রসাধন
৩। অপ্রয়োজনীয় অংশ

(গ) অর্থালঙ্কার বলতে বোঝান হয়েছে — ১। শ্লেষ

২। রূপক

৩। যমক

৩। ছন্দ ও অলঙ্কারের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৪। "কাব্যের কায়াকল্প গঠনে ভাষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে।"—উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপনার মতামত পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করুন।

৫। কাব্য বিচারে যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠককে বিচার করতে হয় সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৬। "কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার ছন্দ।" মন্তব্যটি কি আপনি সমর্থন করেন ? আপনার বক্তব্য তিন চারটি পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করুন।

৭। শব্দ, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে কোনটিকে আপনি কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন এবং কেন, সে সম্পর্কে ১০০টি শব্দে অভিমত দিন।

৪৬.৬ সারাংশ

গদ্য ও কাব্য প্রকাশের দিক থেকে ভিন্ন। একটি যুক্তি-বুদ্ধি মননের, অপরটি আবেগ অনুভূতির বাহন। কাব্যের সংজ্ঞা প্রকৃতি নিয়ে প্রাচ্য ভারতে ও পাশ্চাত্য ইউরোপে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানা মত প্রকাশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকেরা কেউ বা কাব্যে প্রকাশ বা ভাবাভিব্যক্তির উপস্থাপনা অথবা বিষয়ের ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দুটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী নয়, দুয়ের সমন্বয়েই কাব্যের কাব্যত্ব। তাই প্রাচ্য ধ্বনিবাদীরা প্রকাশবাদ ও ভাববাদ—এ দুয়ের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনিকে মেনে নিয়ে।

পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা কেউ কেউ অনুকরণ, অনুভূতি, রসানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পর অপর তাত্ত্বিকেরা নগ্ন বাস্তব ও সত্যের উলঙ্গমূর্তিকে তুলে ধরাকেই কাব্যের প্রধান কাজ মনে করেছেন। ক্রোচে ও আর্নল্ডের মতে কাব্য হল অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি এবং জীবনের সমালোচনা।

কাব্যের শ্রেণিবিভাগ বিষয়ভিত্তিক বা আঙ্গিকগত দিন থেকে করা যায়। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবি মনের যে দিকগুলি প্রধান হয়ে ওঠে তারই উপর ভিত্তি করে আঙ্গিক গড়ে ওঠে। নীতি কবিতা, শোককাব্য, গাথা ও আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি উপস্থাপনায় যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি এদের বিষয়বস্তু ও মননের গভীরতা ও ব্যাপ্তিরও তারতম্য আছে। গাথার প্রেম, বীরত্ব, মহত্ব, আত্মত্যাগ অজ্ঞাতনামক লোকায়ত কবিদের রচনায় ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক আখ্যান কাব্যের অবলম্বন কিংবদন্তি বা ইতিহাস। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উপলব্ধিতে মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অনেকটা ঐক্য আছে। বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর নায়ক বীর ও সদ্বংশজাত, একাধিক উপাখ্যান কাব্যে বিশালতার ধারণা সৃষ্টি করে। এর মধ্যে দিয়ে একটি সমগ্র দেশ, সমগ্র যুগ, মানবসভ্যতার একটি মহতী পর্যায়ের পরিচয় ফুটে ওঠে। গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিচেতনাই মুখ্য। একান্ত আত্মগত ভাবানুভূতিই এর উপজীব্য।

কাব্যভাষা শব্দনির্ভর। কবির মনের কোনো সৌন্দর্যময় আবেগ যখন শব্দ ও ছন্দের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জনাময়

হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে কাব্য। তাই কাব্য আলোচনায় ভাষা শিল্পেরও বিচার করতে হয়।

ছন্দ ঃ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধ্বনিনির্মিত লঘু ও গুরু দলের (সিলেব্‌লের) সুনিয়ন্ত্রিত বিন্যাস যে ধ্বনি তরঙ্গ বা রিদম (rhythm) সৃষ্টি করে তাই ছন্দ। এই ছন্দ কবিতার অন্য সমস্ত রচনা থেকে আলাদা করে। তাই কাব্যবিচারে কবি ছন্দের ব্যবহার কতটা সার্থকভাবে করেছেন সেটি বিচার্য। কাব্য ছন্দ বিচারে ছন্দোরীতি ও ছন্দবন্ধের গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছন্দের শ্রেণি নিয়ে, গঠন নিয়ে মতভেদ না থাকলেও নামকরণে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে প্রবোধচন্দ্র সেনের মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত নামগুলিই এখন গ্রহণ করা যেতে পারে।

অলঙ্কার ঃ অলঙ্কার কাব্যকে সুন্দর করে। অলঙ্কার শব্দধ্বনি ও শব্দ ব্যঞ্জনা ভিত্তিতে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কার দু-ভাগে বিভক্ত। শব্দালঙ্কার ধ্বনি সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যনির্ভর ; অর্থালঙ্কার অর্থনির্ভর ভাবব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ কতটা সফল ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক তার মূল্যায়নে কবিকৃতি বিচার করা হয়।

৪৬.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। সংকেত নিষ্প্রয়োজন। মূলপাঠ-১-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ ভাল করে পড়লেই উত্তরটি দিতে পারবেন।

২। (ক) বাগ্‌যন্ত্রের, অর্থবহ, ভাষা।

(খ) যুক্তি, বুদ্ধি, মননের, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনার।

(গ) আনন্দদায়ক, রসাত্মক, বাক্যই।

(ঘ) যা ঘটতে পারে তাই, অবলম্বন, নির্বিশেষের।

(ঙ) গভীর, অনুভূতির, স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছলন।

(চ) বস্তুর, অন্তর্নিহিত, সৌন্দর্যের।

৩-৬ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠের প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভাগ করে আরও বার কয়েক পড়ুন। তা হলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) জ্ঞানোদয়ের, চৈতন্য সঞ্চারের।

(খ) প্রতিষ্ঠিত, কায়িক, অনুকরণ।

(গ) শোকজ্ঞাপক, ডার্জ।

(ঘ) সপ্তদশ, রোমান্টিক, লোকগাথা, জনজীবন।

(ঙ) ধীরোদাত্ত, বীর, সদ্বংশজাত।

২। (ক) তাত্ত্বিক, (খ) আখ্যান কাব্য, (গ) বীর, (ঘ) গীতিকাব্য ধর্মী।

৩-৪ নং প্রশ্নের জন্য মূলপাঠ—২ -এর ব্যঙ্গ কবিতা বৈঠকি কবিতা এবং মহাকাব্য অনুচ্ছেদগুলি বার বার পড়ে উত্তর দিতে সচেষ্ট হন।

অনুশীলনী—৩

১। (ক) হৃদয়াবেগ, কাব্যদেহের, শব্দ, বাচ্যার্থকে, ব্যঞ্জনায়, অভিব্যক্তি।

(খ) সুনিয়মিত, ছক, রীদম্, ছন্দ।

(গ) অলঙ্কার, ছন্দের স্বতঃউৎসারিত।

(ঘ) ত্রিবিধ, মতদ্বৈধ, ছান্দসিকদের, নামকরণের, ভিন্নতা।

২। (ক) শব্দ, (খ) অন্তরের জিনিস, (গ) রূপক।

৩-৭ নং প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি একাধিকবার পাঠ করলেই আপনি লিখতে পারবেন।

৪৬.৮ গ্রন্থপঞ্জি

এককে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানতে আপনি নিম্নলিখিত বইগুলি পড়তে পারেন ঃ

(১) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — কাব্যতত্ত্ব বিচার (১ম খণ্ড)

(২) ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — সাহিত্যের নানারূপ, অলঙ্কার জিজ্ঞাসা।

(৩) ড. প্রবোধচন্দ্র সেন — ছন্দ-সোপান।

(৪) ড. তারাপদ ভট্টাচার্য — ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দ মীমাংসা।